তারিখ ... 23 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

ড. আনোয়ার হোসেন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের জন্য ইউজিসির অভিন্ন নীতিমালা : একটি পর্যালোচনা

উচ্চশিক্ষা বলতে তৃতীয় স্তরের শিক্ষাকে বোঝায় যা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দেওয়া হয়ে থাকে। আর বিশ্ববিদ্যালয় হলো মুক্তচিন্তা, নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি ও লালন এবং জ্ঞান বিতরণের জায়গা, যার জন্যই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আর জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে জনশক্তি উৎপাদন হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। এর পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন করা, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে এবং দেশ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সম্প্রতি ইউজিসি কর্তৃক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদোন্নয়নের জন্য অভিন্ন নীতিমালা প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। এখানে ভূমিকায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন বা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান সমান নয় এবং এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান। এই বৈষম্য দূরীকরণের অভীষ্ট লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইউজিসি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের জন্য একটি যুগোপযোগী অভিন্ন নিয়োগ, পদোন্নতি, পদোন্নয়নের নীতিমালার খসড়া তৈরি করে এবং পরবর্তীকালে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা, সদস্য, ইউজিসিকে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি খসড়া প্রস্তাব নিয়ে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেশন নেতা ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে অভিন্ন নীতিমালা চূড়ান্ত করেছেন। এ দুরূহ কাজটি সম্পাদন করার জন্য ইউজিসি তথা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ করা যাচ্ছে, চূড়ান্ত নীতিমালায় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কিছুটা অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। বর্তমান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম (ফেসবুক) খুললে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা (প্রফেসর ব্যতিরেকে) এ অভিন্ন নীতিমালার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ইতোমধ্যে তারা প্রভাষক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পর্যন্ত সব শিক্ষককে একই প্লাটফর্মে এসে আন্দোলনের মাধ্যমে অভিন্ন নীতিমালাটি বাতিলের আহ্বান জানিয়েছেন। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভবিষ্যতে অস্থিরতার সম্ভাবনা রয়েছে। গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি চূড়ান্ত এই অভিন্ন নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করে ইউজিসিকে পত্র দিয়েছে যা ফেসবুকের মাধ্যমে শিক্ষক সমাজকে অবহিত করেছে। তাতে সহজেই অনুমান করা যায়, প্রকাশিত নীতিমালার সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সুপারিশকৃত নীতিমালার মধ্যে তারতম্য রয়েছে। যোগাযোগ করা হলে শিক্ষক সমিতির নেতারা বলেছেন, তাদের সুপারিশকৃত নীতিমালা কিছুটা পরিবর্তন করে প্রকাশ করা হয়েছে।

নীতিমালাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় : ১. সরাসরি নিয়োগের জন্য বিভিন্ন পদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পদোন্নতি বা পদোন্নয়ন প্রার্থীর চেয়ে কম চাওয়া হয়েছে। যেমন– সহযোগী অধ্যাপক সরাসরি নিয়োগের জন্য ১২ বছর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কিন্তু পদোন্নয়ের জন্য ১৩ বছর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অন্যান্য পদের ক্ষেত্রেও তারতম্য লক্ষ করা গেছে। এতে করে যারা চাকরিতে আছেন তারা সরাসরি নিয়োগের প্রার্থীর চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। উভয় ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সমান থাকলে ভালো হয়।

২. প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান শর্তের চেয়ে কিছুটা হলেও নমনীয় করা হয়েছে। যেমন– প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় মেধাক্রম ১ থেকে ৭-এর মধ্যে থাকতে হবে যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও কয়েকটি পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। মেধাক্রমের শর্ত উঠিয়ে দিলে ভবিষ্যতে নিম্নমানসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগের জন্য রাজনৈতিক চাপসহ অন্যান্য তদবির করার সুযোগ থাকবে ফলে শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব হবে না।

৩. প্রায় প্রতিটি পদোন্নতি বা পদোন্নয়নের ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর (Impact Factor) জার্নালের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এ ধরনের শর্তকে স্বাগত জানাই। কিন্তু ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে একটি প্রকাশনা করতে হলে যে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক অনুদান দরকার তার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। উন্নত বিশ্বে একজন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের আগেই বলে দেওয়া হয়, তার চাকরিতে যোগদান করলে কী ধরনের গবেষণার সুযোগ-সুবিধা পাবেন। পরবর্তীকালে তার গবেষণার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য কমপক্ষে ৫ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান অব্যাহত রাখা হয়। একটি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে ওপেন অ্যাকসেসে (Open Access) প্রকাশনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট পাবলিসারকে ১০০০ থেকে ৩০০০ ইউএস ডলার প্রকাশনা ফি দিতে হয় যা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদান করা হয়। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এ নিয়ম চালু করা যেতে পারে। আর গবেষণার অনুদান হিসেবে পিএইচডি ডিগ্রিধারী

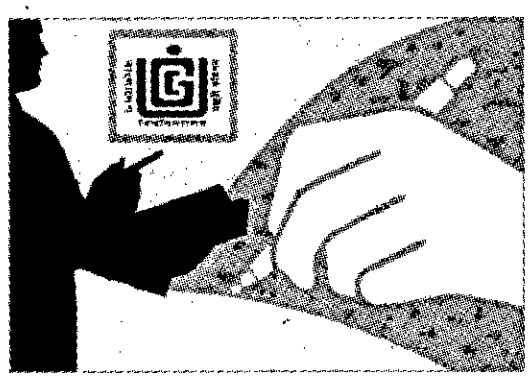

ইউজিসি কর্তৃক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদোন্নয়নের জন্য অভিন্ন নীতিমালার সংশোধনপূর্বক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হোক এটাই আমাদের একান্ত কাম্য

শিক্ষক বা সহকারী অধ্যাপককে শ্রেণিভেদে (বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, কলা, প্রকৌশল ও চিকিৎসা অনুষদের শিক্ষকদের জন্য) বার্ষিক ন্যূনতম এক লাখ থেকে শুরু করে ১০ লাখ টাকা গবেষণা অনুদান দেওয়া যেতে পারে। এতে করে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালের শর্ত পূরণের জন্য আর চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন হবে না।

৪. অন্যদিকে অভিন্ন নীতিমালায় শিক্ষা ছুটির বিষয়ে পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপের সময়কালকে সক্রিয় চাকরির অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য করা হবে না। এ ধরনের নিয়ম শুধু একজন শিক্ষকের পদোন্নতিই পিছিয়ে দেবে না, বরং তার জুনিয়র শিক্ষকদের ভবিষ্যতের গবেষণাকে নিরুৎসাহিত করবে। একজন শিক্ষক তার শিক্ষাজীবনে পিএইচডি ও পোস্টডক্টরাল মিলে মোট ৫ বছর সবেতনে ছুটি পাওয়া উচিত। যদি কেউ ৩ বছরে পিএইচডি ডিগ্রি শেষ করে তিনি যেন ২ বছর সবেতনে পোস্টডক্টরাল ছুটি পান তার ব্যবস্থা রাখা। আর ৫ বছর পিএইচডি ছুটি ভোগ করলে তিনি ২ বছর বিনা বেতনে পোস্টডক্টরাল ছুটি পেতে পারেন যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। বিদেশে পোস্টডক্টরাল গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বিধায় শিক্ষক নিয়োগের সময় কমপক্ষে ২ বছরের পোস্টডক্টরাল অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়। এ ধরনের নিয়ম চালু করলে শিক্ষকদের গবেষণার গুণগত মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবে।

৫. আবার অভিন্ন নীতিমালায় প্রফেসর গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-২-এ যাওয়ার জন্য সিন্ডিকেটের সভা যখনই হোক না কেন, ৪ বছর পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী দিন (Due date) থেকে প্রমোশন কার্যকর করার শর্ত রয়েছে। অন্যান্য পদের জন্য প্রমোশনের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ডিউ ডেট থেকে কার্যকর করা হলে শিক্ষকদের প্রমোশনের রাজনীতি ও হয়রানি অনেকাংশেই হ্রাস পাবে।

৬. অভিন্ন নীতিমালায় প্রমোশনের জন্য অন্যান্য পেশার চাকরির মতো শুধু বছর গুনে প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে রেয়াতের কোনো সুযোগ নেই। অসাধারণ (Extraordinary) প্রার্থীর ক্ষেত্রে অল্প সময়ে প্রমোশনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এতে করে উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকরা হতাশ হবেন এবং জুনিয়র শিক্ষকরা নিরুৎসাহিত হবেন। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, আমার পোস্টডক্টরাল সুপারভাইজার আমেরিকার জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মতো ভার্সিটিতে মাত্র ১০ বছরে প্রফেসর হয়েছেন। তিনি অবশ্য উঁচু মানের জার্নালে কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের মধ্য থেকে শতকরা একজন হলেও এমন শিক্ষক রয়েছেন, যাদের অনেক ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর (Impact Factor) জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে তারা এ রেয়াতের সুযোগ পেতে পারেন। এতে করে জুনিয়র শিক্ষকরা গবেষণাকার্যে উৎসাহিত হবেন।

৭. অভিন্ন নীতিমালায় প্রভাষক পদ ব্যতিরেকে অন্যান্য পদের জন্য ১ জুলাই থেকে কার্যকর না করে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছর সময় দিয়ে কার্যকর করলে ভালো হতো। এতে করে শিক্ষকরা কিছুটা হলেও সময় পেতেন গবেষণা করে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে প্রকাশ করার জন্য। হঠাৎ করেই একটা নিয়ম চালু করায় অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

৮. অভিন্ন নীতিমালায় শুধু প্রমোশনকে দীর্ঘায়িত করে শিক্ষক সমাজকে হেয় করার প্রবণতা রয়েছে, যেখানে পুরস্কারের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি, যা শিক্ষক সমাজকে দারুণভাবে আঘাত করেছে। মালয়েশিয়া, কোরিয়া, চীন, সৌদি আরবসহ অনেক দেশেই ইনডেক্সড (Indexed) জার্নালে প্রবন্ধ প্রকাশ করলে ক্যাটাগরি অনুযায়ী (Q1, Q2, Q3 and Q4) ৫০০-২০০০ ইউএস ডলার পর্যন্ত পুরস্কার দিয়ে থাকে। আমাদের দেশে এ নিয়ম চালু করলে গবেষণা কার্যক্রমে সব শিক্ষকই উৎসাহিত হবেন। নীতিমালায় শিক্ষকদের প্রমোশন যেহেতু আগের চেয়ে অনেক কঠিন হয়েছে এবং অনেকে শিক্ষকজীবনে প্রফেসর পদে পদোন্নতি হয়তো পাবেন না, তাই শিক্ষকদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বেতন স্কেল এখন সময়ের দাবি। স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের সুযোগ-সুবিধা ও অনুদান পেলে এ নীতিমালার শর্ত পূরণ করে পদোন্নতি পাওয়া দুঃসাধ্য হবে না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশা সবার কাছে আকর্ষণীয় হবে।

প্রত্যাখ্যান কোনো সমাধান নয়, তাতে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যাকে পছন্দ করে না বা যার সঙ্গে প্রতিযোগিতা আছে এ নীতিমালার ফাঁদে আটকে দেবে আর যাকে পছন্দ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতিমালায় বৈতরণী পার করে দেবে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অরাজকতার সৃষ্টি হবে। তাই এ নীতিমালা প্রত্যাখ্যান না করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিমার্জন করে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা একজন শিক্ষা ও গবেষণানুরাগী নেত্রী। তিনি ইতোমধ্যে ২০০৯ সাল থেকে উচ্চতর গবেষণা খাতে অল্পসংখ্যক হলেও কিছু অনুদান দেওয়া শুরু করেছেন এবং অনুদানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। ইউজিসি কর্তৃক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদোন্নয়নের জন্য অভিন্ন নীতিমালার সংশোধনপূর্বক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হোক এটাই আমাদের একান্ত কাম্য।

❑ ড. আনোয়ার হোসেন : সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়